

মওদাগরের তোতা পাখি

রুমীর মসনবী অবলম্বনে



মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

সওদাগরের তোতা পাখী

মাওলানা রুমীর মসনবীর গল্প
মুহম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

প্রকাশক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী- ২০০২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান

অঙ্গসজ্জা : মনুচেহের আহমাদী

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

SHOWDAGHARER TOTA PAKHI by: Farid-Uddin Khan
Published by: Muhammad Nurullah, Director, (Publication), Bangladesh
Co-operation Book Society Ltd.; 125, Motijheel C/A, Dhaka-1000
Price: Tk. 50.00 US \$ 3/- ISBN-984-493-074-X

প্রকাশকের কথা

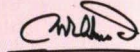
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পশু-পাখীদের প্রতি সবার আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকলেও ছোটদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। পশু-পাখীদের গল্প ছোটদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়। এ কথা শুধু আমাদের কালেই সত্য নয়। সুদূর অতীত কাল থেকেই পশু-পাখীদের নামে গল্প তৈরীর রেওয়াজ চলে আসছে। এমনকি কালজয়ী জগৎ বিখ্যাত জ্ঞানী, গুণী ও দার্শনিকরাও এ বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের অমর রচনাবলীতে আমরা এর ভুরি ভুরি নজীর দেখতে পাই। আসলে আরেফ-ওলী, প্রাজ্ঞ-

দার্শনিক ও কবি সাহিত্যিকরা তাদের মনের কথা অনেক সময় পশুপাখীদের নামে প্রকাশ করেছেন এবং মানব জাতির জন্যে অমূল্য সম্পদ হিসেবে রেখে গেছেন। এ অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি সূচনা থেকেই দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সবখানে সমাদৃত হয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এ অমূল্য বিশ্ব সম্পদকে এদেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে। আর এ প্রয়াসের অংশ হিসেবেই “সওদাগরের তোতা পাখী” প্রকাশ করেছে। দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান ফারসী সাহিত্যের দিকপাল মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন রুমীর মসনবী শরীফ থেকে আমাদের আদুরে সোনামনিদের জন্যে গল্পটি বেছে নিয়েছেন। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এর আগে লেখক-চিত্রাবিদ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খানের যে ছয়টি বই ছোটদের জন্যে প্রকাশ করেছে তা ছোটদের এবং তাদের অভিভাবকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমাদের এবারের গল্প সওদাগরের তোতা পাখী চাররঙ্গা অনেক ছবির সমাহারে সোনামনিদের হাতে যাচ্ছে। মজার মজার ছবিতে গল্পটি আরো মজার হবে বলেই আমরা মনে করি। ছোটদের কাছ থেকে গল্পটি শুনে বড়রা আরো বেশী লাভবান হতে পারবে। আধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা রুমী এ গল্পের মাধ্যমে আমাদের যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন তা আমাদের অন্তরে প্রভাব ফেললেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। আল্লা হাফেজ।

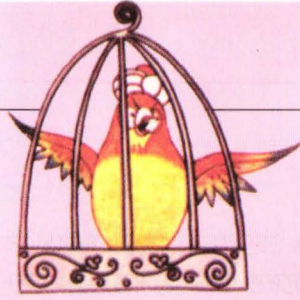




(মুনাওয়ার আহমদ)

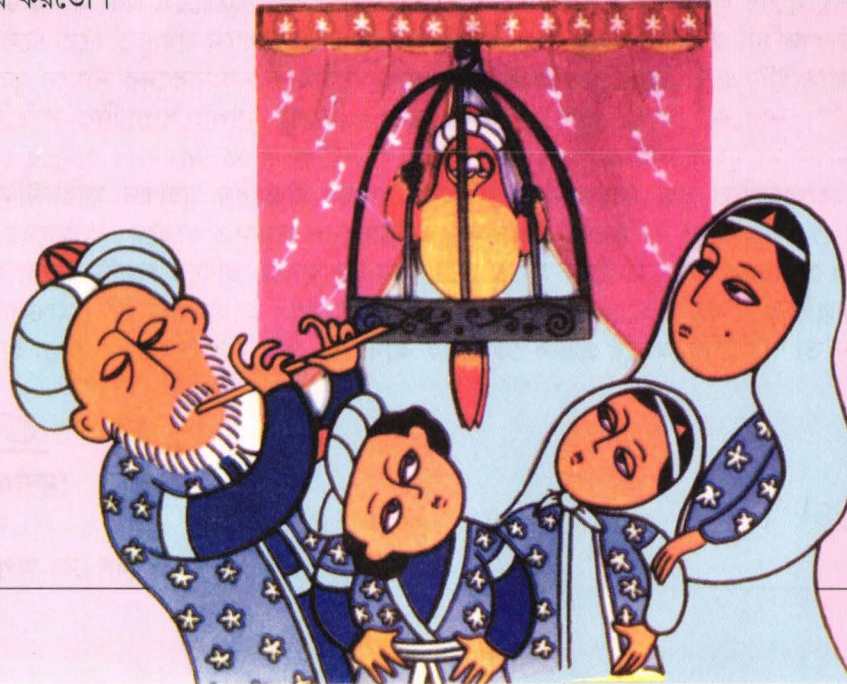
সভাপতি

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ



সওদাগরের তোতা পাখি

এক ইরানী সওদাগরের ছিল একটি অতি সুন্দর তোতা পাখি। তোতার ঠোঁট, মুখ ও পাখাগুলো ছিল ভীষণ সুন্দর। এতো সুন্দর যে তোতার দিকে তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছা করতো। তোতার গায়ের রং যেমন সুন্দর তার কথাবার্তা ও কণ্ঠস্বরও তেমন মধুর। সওদাগর ভারতে বাণিজ্য করতে এসে তোতাটিকে পেয়ে যায়। সে দেশে গিয়ে তোতাকে একটি দামী সুন্দর খাঁচার ভেতর পুষতে থাকে। সওদাগরের ছেলে মেয়ে বউ সবাই তোতাকে আদর করতো।





সওদাগর পরের বছর আবারো ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত যেতে তৈরী হলো। যাত্রা করার সময় ছেলে-মেয়ে-বউ, দাসদাসী ও নিকট আত্মীয়দের সবাইকে একে একে জিজ্ঞেস করলো, ভারত থেকে কার জন্যে কি কি উপহার আনবে। প্রত্যেকেই যার যার পছন্দের জিনিষের নাম বললো। সওদাগর সবার কথা শুনে এবার তোতার কাছে গিয়ে বললো, “প্রিয় তোতা আমার! আমি এখন তোর জন্মভূমির পথে রওয়ানা হচ্ছি। তোর জন্যে কি আনতে হবে বল?”

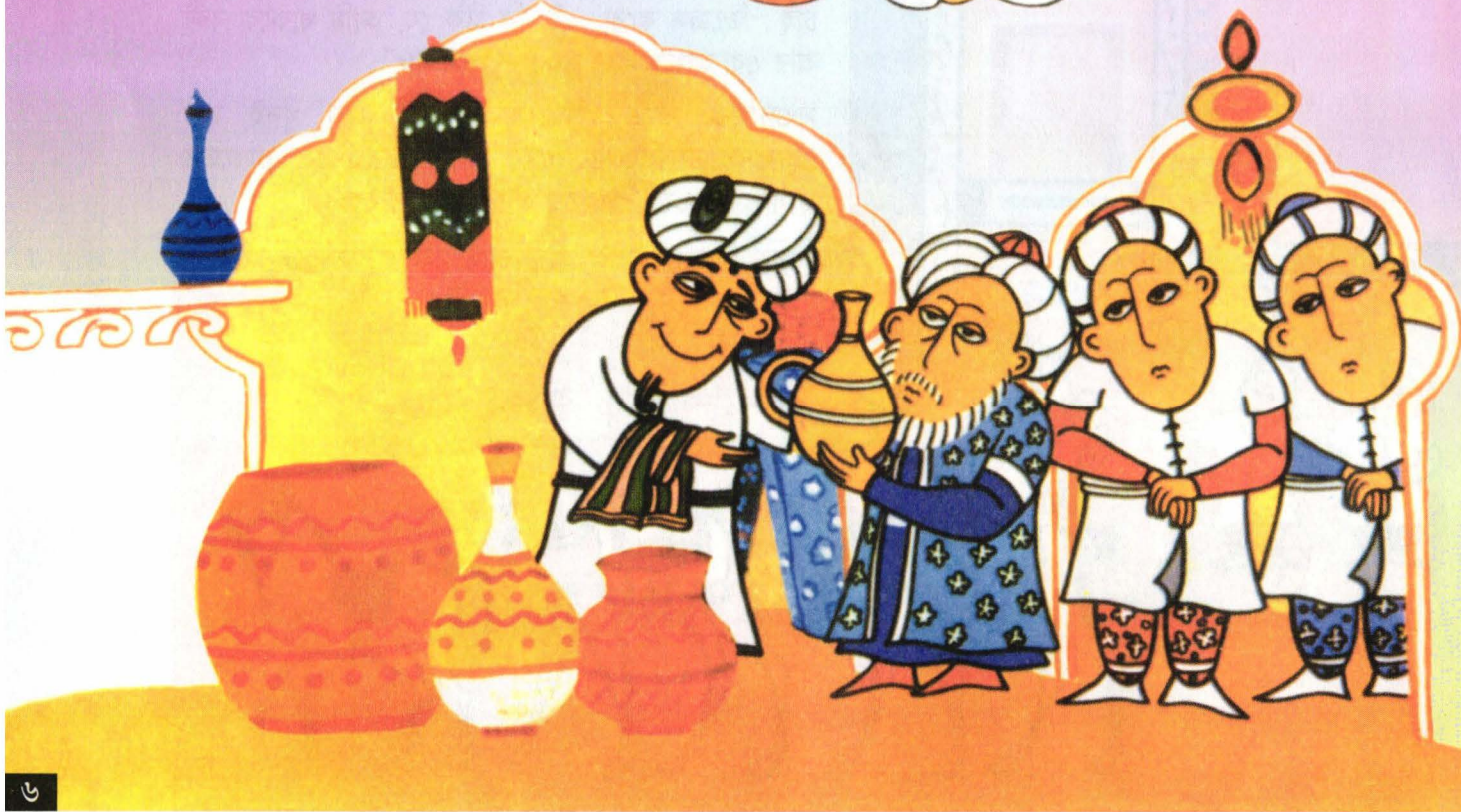


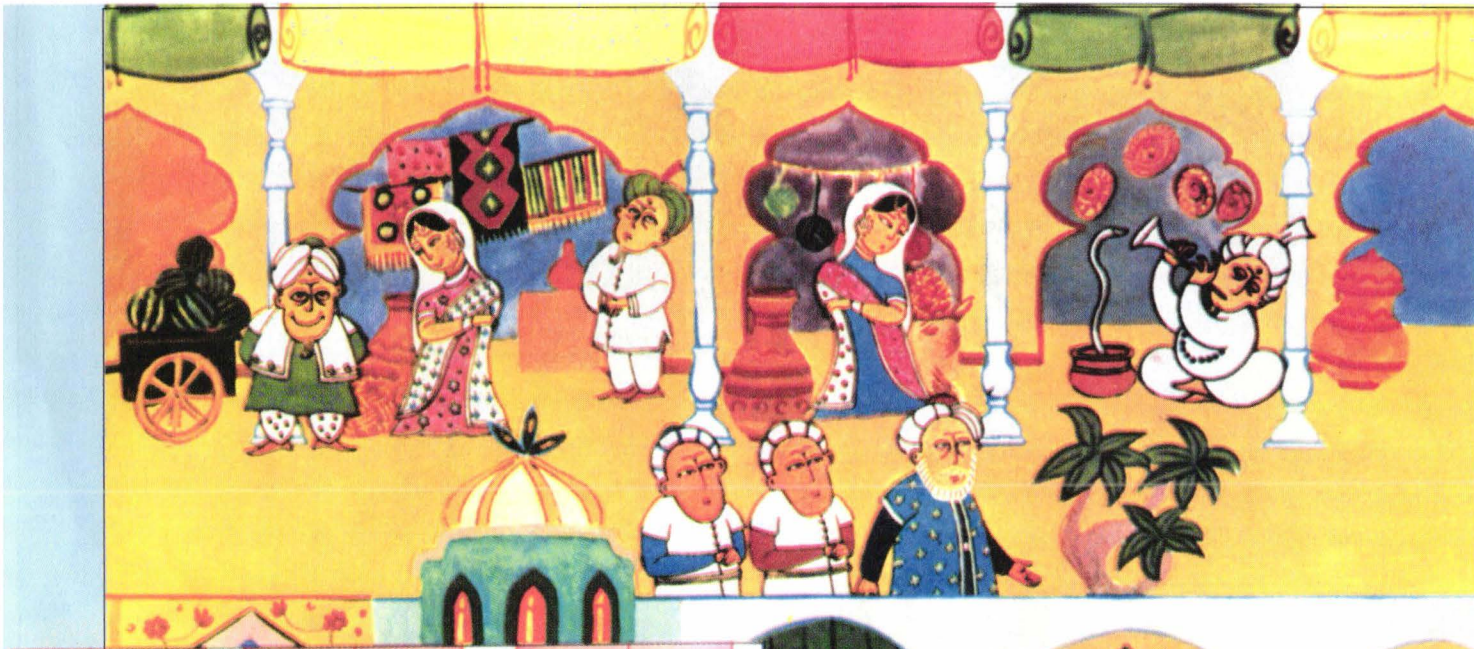


তোতা একটু ভেবে বললো, “ভারতের সবুজ শ্যামল বনজঙ্গল যেখানে আমি ও আমার বন্ধুরা বসবাস করতাম সেখানে গিয়ে ওদের কাছে আমার সালাম পৌঁছে বলো যে আমি ওদের দেখার জন্য উতলা হয়ে আছি। কিন্তু আজ আমি ছোট্ট খাঁচায় বন্দী। ওদের বলো, আমিও ওদের মতো মুক্তভাবে কখনো সবুজ বনে ও কখনো আকাশে উড়ে বেড়াতে চাই। ওদের সাথে আনন্দ উল্লাসে শরীক থাকতে চাই। জিজ্ঞেস করো, এটা কি ঠিক যে, আমি থাকবো বন্দী আর ওরা আমার কথা স্বরণও করবে না?”

সওদাগর তোতার দুঃখভরা কথা শুনে খুবই কষ্ট পেলো। তবে কথা দিলো যে, নিশ্চয়ই সে ভারতের স্বাধীন তোতাদের কাছে তার কথা পৌঁছাবে।

হ্যা, সওদাগর অবশেষে ভারতে এসে পৌঁছলো।
বেশ কিছু দিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করার পর তার
দেশে ফেরার পালা এলো। সে তার আপনজনদের
কথা মতো উপহার সামগ্রী কিনে ফেললো।







হঠাৎ করে তোতা পাখীর কাছে দেয়া
ওয়াদার কথা তার মনে পড়লো। তাই সে
বনের দিকে রওয়ানা হলো। পৌঁছে গেলো
ওই বনে যেখানে তোতাদের বসবাস।

সওদাগর দেখলো অনেক তোতাপাখী
সেখানে মনের খুশীতে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।





সওদাগরকে দেখতে পেয়ে তোতারা সব গজল গাওয়া বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। সওদাগর হাতীর পিঠ থেকে নামলো। সে গাছের ডালে বসা তোতাদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম জানালো। এরপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁর পোষা তোতার কথাগুলো একে একে ওদের জানালো।

সওদাগরের কথা শনার পর হঠাৎ করে একটি
তোতা গাছের ডালে পাখা ঝাপটাতে লাগলো
এবং মাটিতে ঢলে পড়ে মারা গেলো।



সওদাগর এ ঘটনায় খুব দুঃখ পেলো এবং তাঁর পোষা তোতার বাণী পৌছানোর কারণে ব্যথিত হলো। মনে মনে বললোঃ “আহা ! আমার তোতাটির কথা যদি না জানাতাম তা হলেতো এই নির্দোষ পাখীটা এভাবে মারা যেতো না।”

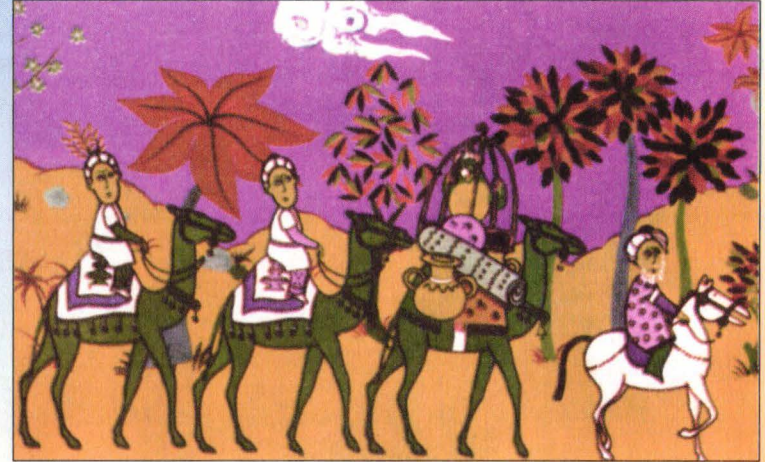
“এ তোতা কি ছিল ওই তোতার ই কেহ একই প্রাণ ছিল ওরা যদিও দুই দেহ কেনো আমি ওসব কথা বললাম হায় হায় দুঃখে এই বেচারার প্রাণটি উড়ে যায়।”

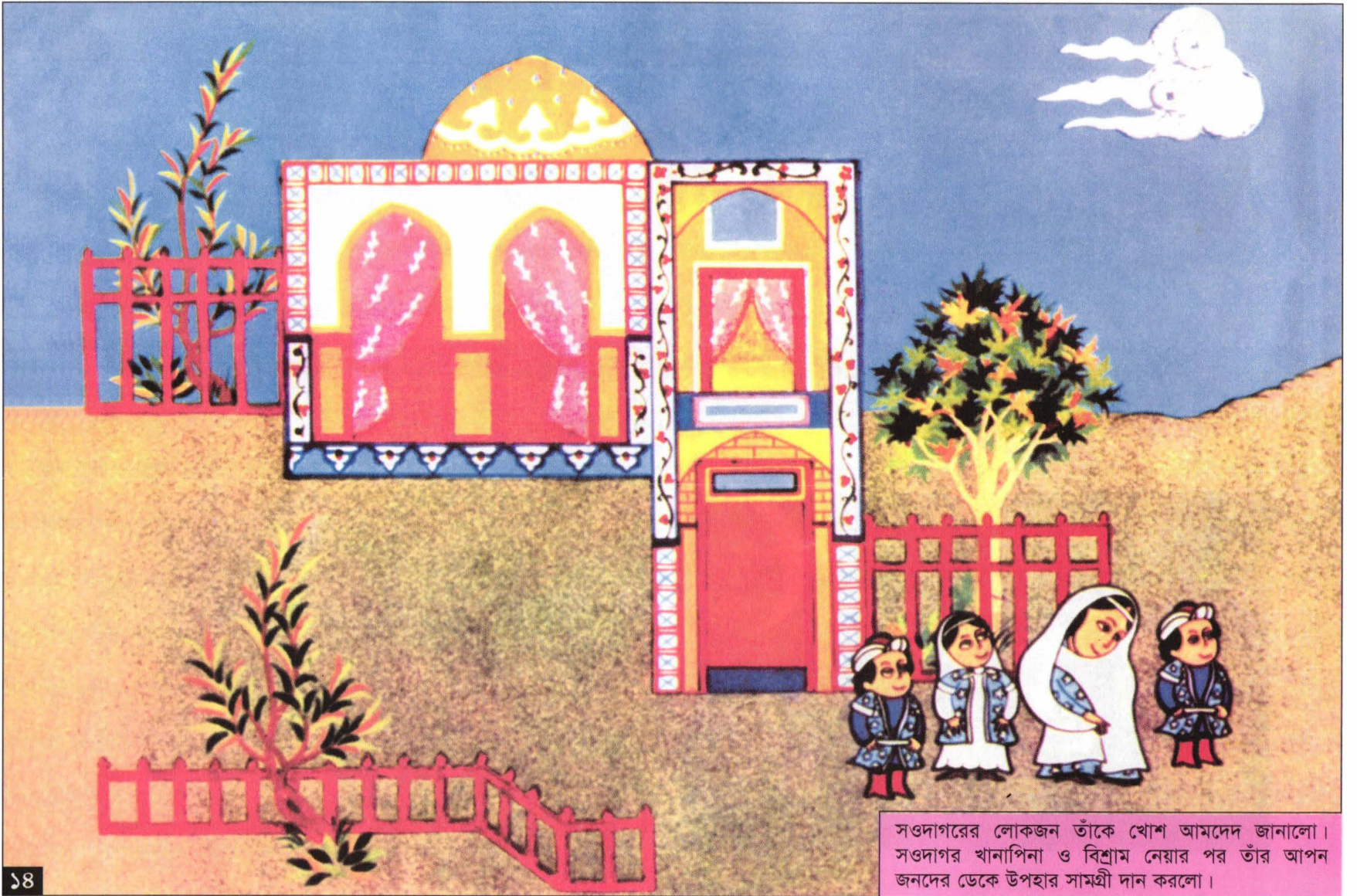
সওদাগরের দুঃখ ও বেদনা আরো বাড়তে লাগলো এই ভেবে যে কেনো সে বোকার মতো চিন্তা ভাবনা না করেই গরগর করে সব বিছু বলে দিল। ভেবে চিন্তে কিছু না করলে যে তা অনেক দুঃখ কষ্ট ডেকে আনে। সওদাগর শপথ করলো, আর কখনো চিন্তা ভাবনা না করে কথা বলবে না। সওদাগর ফিরে চললো।





সওদাগরের এবার দেশে ফেরার পালা । বহু দিন বহু মাস পর পাহাড়-জঙ্গল, নদী-নালা ও মরু-বিয়াবান
পাড় হয়ে সে ইরান গিয়ে পৌছলো ।

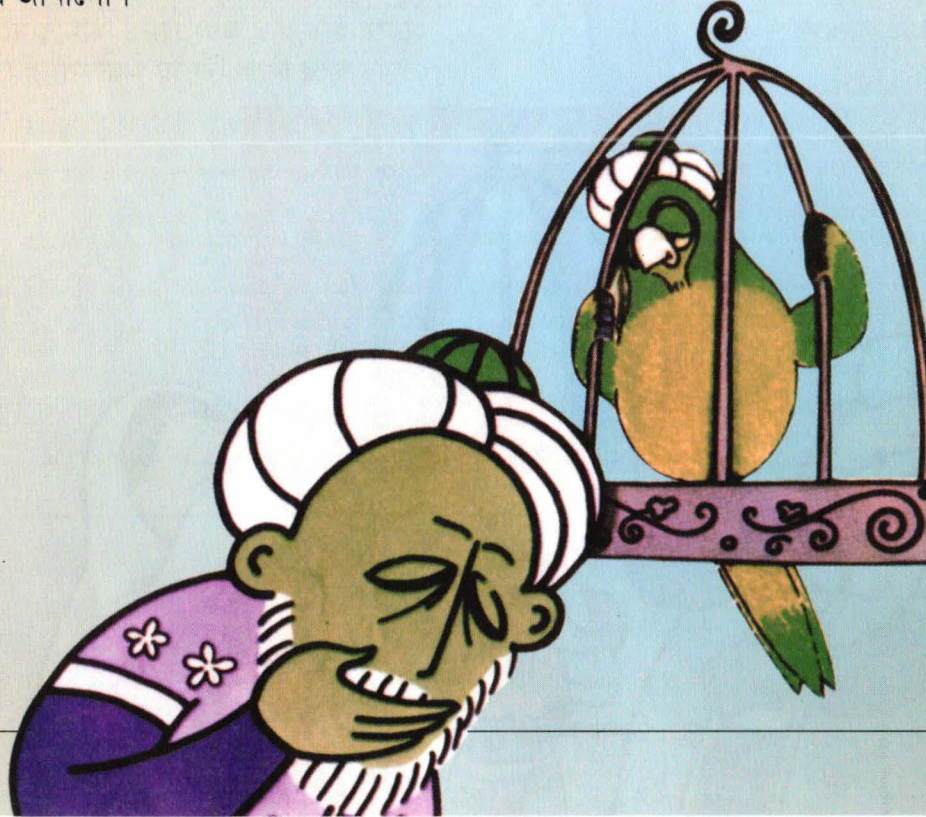




সওদাগরের লোকজন তাঁকে খোশ আমদেদ জানালো।
সওদাগর খানাপিনা ও বিশ্রাম নেয়ার পর তাঁর আপন
জনদের ডেকে উপহার সামগ্রী দান করলো।

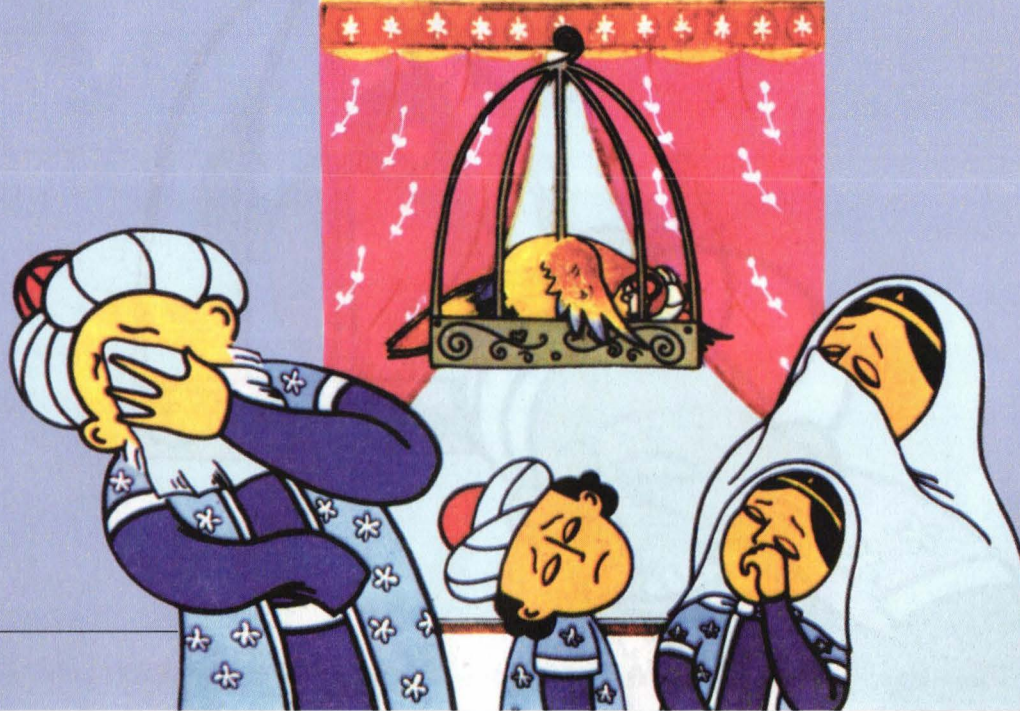
তোতাও তার উপহার দাবী করলোঃ

সওদাগর প্রথমে আসল ঘটনার কিছুই বলতে চাইলো না। কিন্তু তোতা পাখীর বারবার অনুরোধে সব কিছু খুলে বলতে বাধ্য হলো। বনে গিয়ে তোতাদের সাথে সাক্ষাৎ, ওদের কাছে এ তোতার কাহিনী বলা এবং এতে একটি ভারতীয় তোতার মৃত্যু ঘটনার কথা দুঃখ আফসোসের সাথে জানালো।



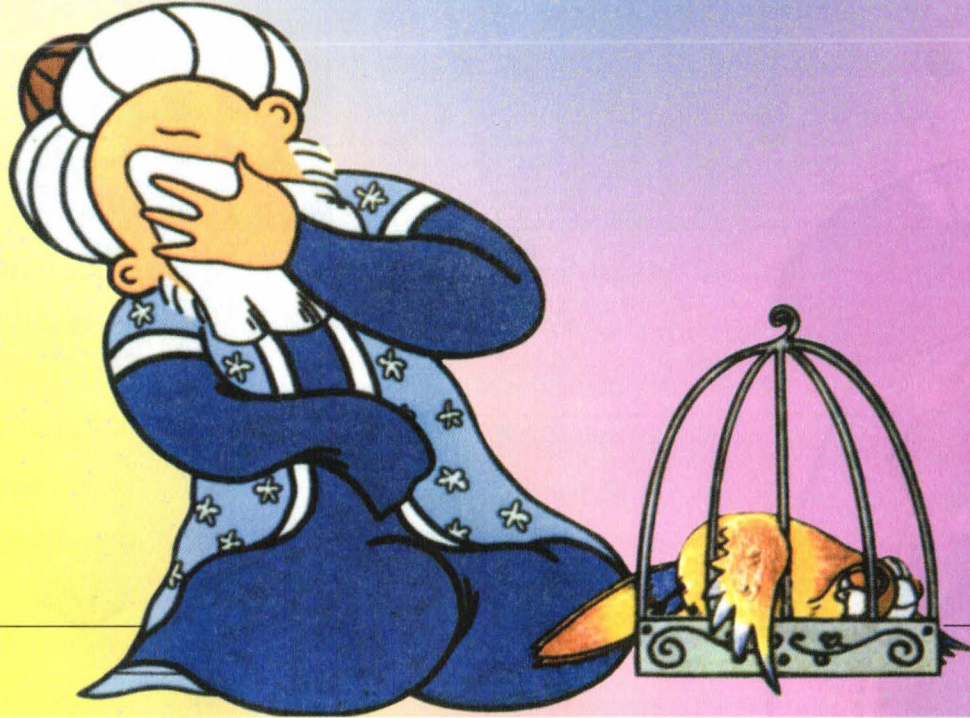
সওদাগরের তোতাপাখী সব ঘটনা মনোযোগের সাথে শুনলো এবং বুঝতে পারলো যে তার কাছে তার আত্মীয়রা কি জবাব পাঠিয়েছে ও মুক্তির কি উপায় বলে দিয়েছে। হঠাৎ সে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে খাচার ভেতরেই পড়ে গেলো এবং প্রাণ ত্যাগ করলো।
সওদাগর এ দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো এবং দাঁড়িয়ে পড়লো। দুঃখে বেদনায় সে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলো। খাঁচাটি নামিয়ে তোতার পাশে বসে আহাজারী করতে লাগলোঃ

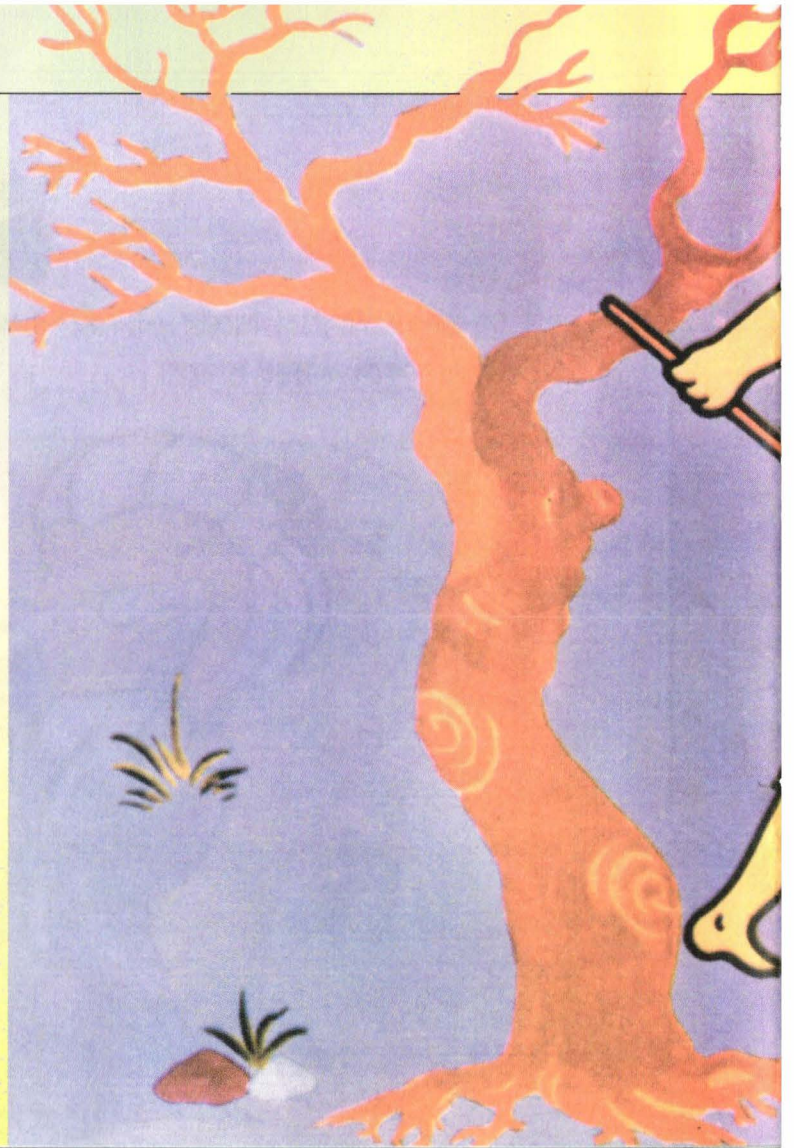
“হায়রে হায় হায় আফসোস, মরলো আমার মধুর সুর
আমার মনের গোপন সুর, আমার থেকে হলো দূর
সুরেলা পাখী মোর ছিলে আমার মনের টোর
তোর মরনের চাকুর ঘায়ে হৃদয় আমার এফোড় ওফোড়
আমার মনের আধার ঘরে ছিলে তুমি উষার আলো
মধুর সুরে করতে দূর আমার দুঃখ কষ্ট কালো
হায়রে হায় হায় আফসোস, আমার মনের আনন্দ স্বাদ
কেমন করে নিলে বিদায় অমাবস্যায় যেমন চাঁদ।”





সওদাগর আবারো নিজের বোকামী ও অসাবধানতার কারণে তাঁর প্রিয়তম পাখীটির মৃত্যুর কারণ হওয়ায়
বিলাপ করে কাঁদতে লাগলো ।

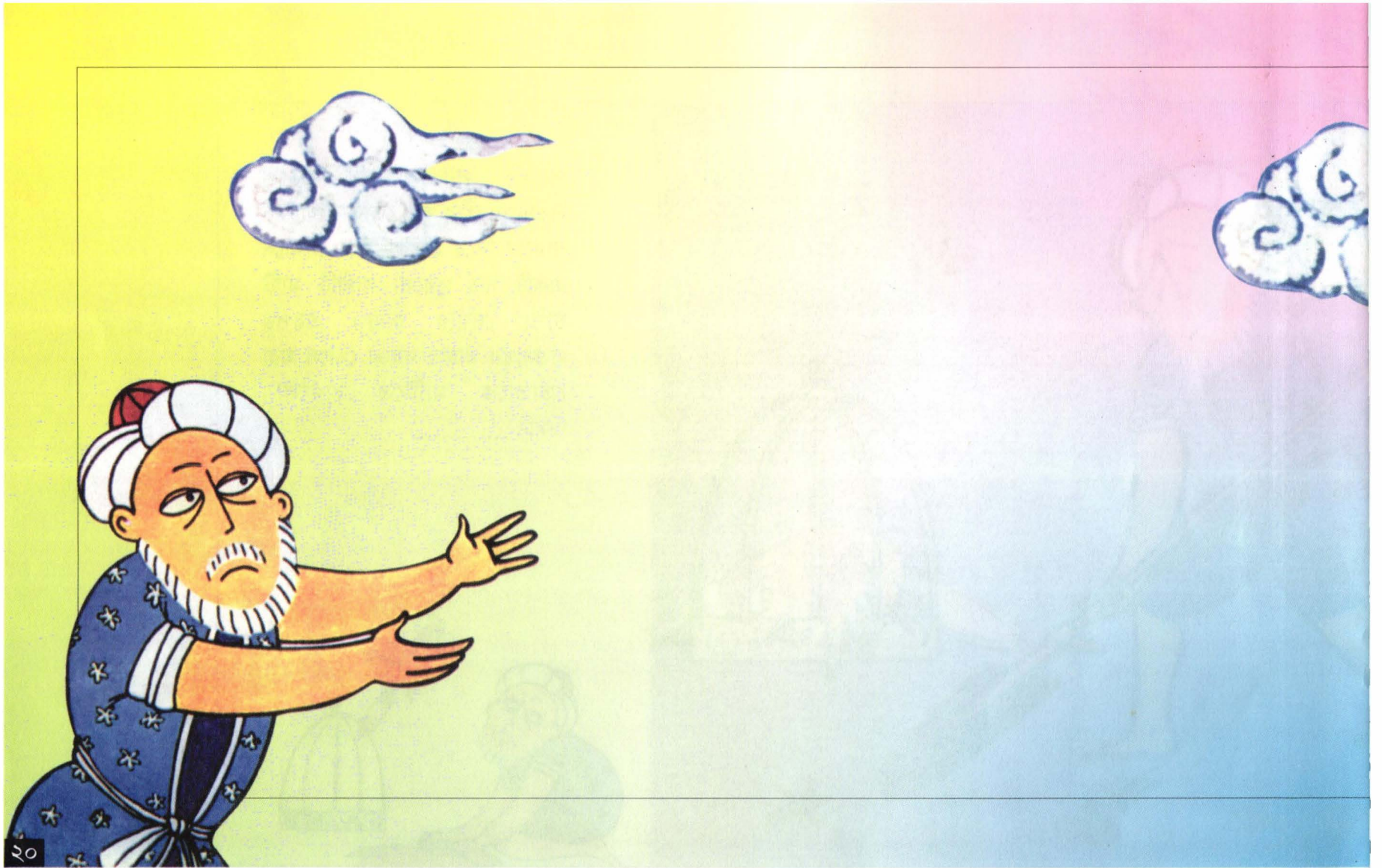






পরদিন সকালে সূর্য উঠলে
সওদাগর তাঁর মৃত তোতার খাঁচাটি
বাগানে নিয়ে গেলো এবং সেখানে
একটি গর্ত খুরলো পাখীটি মাটি
চাপা দেয়ার জন্য। এরপর
সওদাগর খাঁচার দরজা খোলে মরা
তোতাকে মাটিতে রাখলো।
অমনি



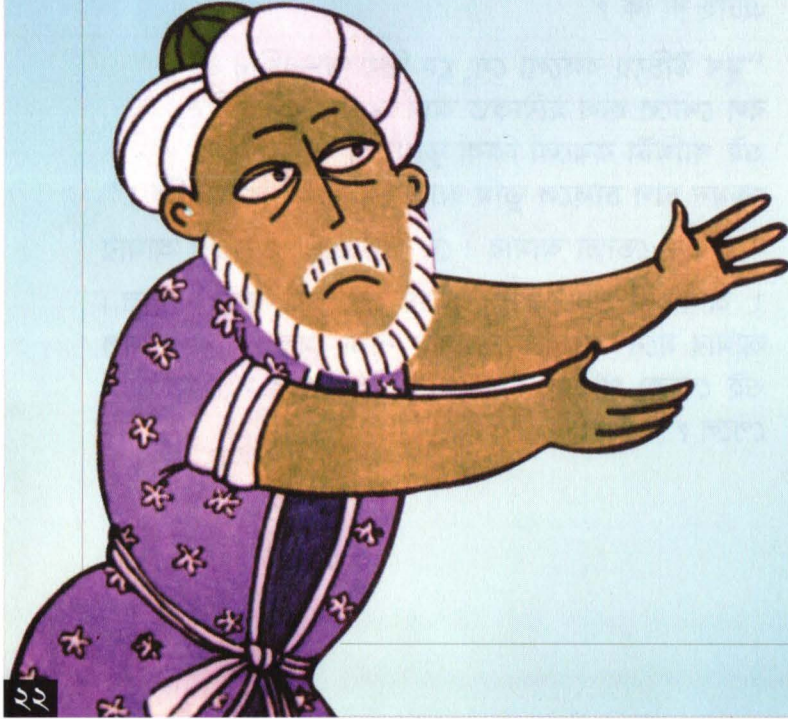




অমনি মরা তোতা এক ঝটকায় লাফ দিয়ে পাশের উচু গাছের দিকে পাখা মেললো। সওদাগরতো এ দৃশ্য দেখে একেবারে 'থ' হয়ে গেলো। তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ “হে প্রিয় পাখি আমার ! ওটাই বা কি ছিল, এটাই বা কি ?”

“মুখ উচিয়ে বললো সে, হে প্রিয় আন্দালিব ! বল খোলে হাল হকিকত আর আমার বদ নছীব, ওই পাখিটা করলো কিবা তুমিইবা শিখলে কী কেমন চাল চাললে তুমি আমার চোখে দিয়ে ফাঁকি !”

“হে প্রিয় তোতা আমার ! হে প্রিয় সাথী ও দরদী আমার ! আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করলে। আমার মনে আগুন দিয়ে তুমি পাখা মেললে। এখন বল ওই তোতা পাখীর কাছ থেকে কি আজব সংকেত তুমি পেলে ?”

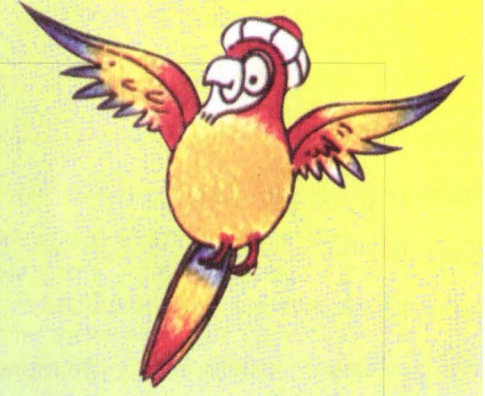


উঁচু গাছের ডালে বসে তোতা পাখী জবাব দিলোঃ আমার ওই বুদ্ধিমান ও স্বাধীন জ্ঞাতি বন্ধু তার কাজের মাধ্যমে একটি বাস্তব বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলো। সে আমাকে শিখিয়ে দিলো যে যদিইন পর্যন্ত আমি তোমার জন্য মধুর কণ্ঠে কথা বলবো, গজল গাইবো, তোমার জন্য নিজের অস্তিত্ব দিয়ে ফায়দা যোগাবো, তোমাকে মুগ্ধ করে রাখবো ও তোমার আনন্দের উপকরণ হবো তদ্দিন পর্যন্ত আমাকে তোমার খাঁচায় বন্দী থাকতে হবে।

আমার বন্ধু আমাকে শিখিয়ে দিলো যে, যদি আমি এই বন্দী দশা থেকে মুক্তি চাই তাহলে আমাকে নীরব নিশ্চুপ ও নিস্তব্ধ হতে হবে। যদিইন পর্যন্ত লোকেরা আমার মধুর কণ্ঠ ও গজলের প্রশংসা করবে তদিন আমি ওসবে ভুলে গিয়ে ঠকবো। এতে আমার সুখ্যাতি হলেও আমাকে বন্দী থাকতে হবে। আমার উন্নতি-অগ্রগতির পথ বন্ধ থাকবে। এসব সুনাম-সুখ্যাতি আসলে আমার দূরাবস্থা ও ধ্বংসের কারণ হবে। বন্ধু আমাকে বলে দিলো, এসব সুনাম, সুখ্যাতি ও মিছে আরাম-আয়াশ ত্যাগ করে মৃত্যু বরণ কর তাহলেই মুক্তি মিলবে। অর্থাৎ :

**”পরের জন্যে গান গেয়ে যে বন্দী আছ ভিন দেশে
আমার মত মরে গেলে উড়তে পাবে মুক্ত বেশে।”**

তোতা পাখী একথা বলে সওদাগর থেকে বিদায় নিলো
এবং খোদা হাফেজ বলে ভারতের দিকে উড়ে চললো।





লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

(লেখক, সাংবাদিক, গবেষক ও অনুবাদক)

জন্ম : ১৯৫০ একুশে ফাল্গুন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানাস্থ বিটঘর গ্রাম। '৭৫ ও '৭৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত ঢাকার দৈনিক দি পিপল পত্রিকার সাব-এডিটর। '৭৭ থেকে '৯৬ পর্যন্ত ইরান অবস্থান। রেডিও তেহরানের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক (১৯৮২-৯৬)। ইসলামী রিপাবলিক পার্টির ইংরেজি সাপ্তাহিকীর সম্পাদক ও তেহরান ইকোনোমিস্টের সহযোগী সম্পাদক। '৯৬ এর শেষ দিকে প্রত্যাবর্তন ও ঢাকায় অবস্থান। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে মোল্লা ছাদরার উচ্চতম বুদ্ধিবৃত্তিক ঐশী প্রজ্ঞা-দর্শনের অতিথি প্রভাষক। এছাড়া দৈনিক যুগান্তরসহ অন্যান্য জাতীয় পত্রিকাও সাময়িকীর কলামিস্ট ও প্রবন্ধকার।

পেশা ও নেশা : ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, বিশেষ করে দর্শন-প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিকতা ও শিশু-কিশোর সাহিত্য এবং ফার্সী কাব্য-সাহিত্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থনা, অনুবাদ ও অনুশীলন।

ভ্রমণ : এশিয়ার অনেক দেশ।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী :

সহিফা প্রকাশনী থেকে : সুলতান মাহমুদের দায়ি (মসনবী শরীফের গল্প), উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা (ঐশী দর্শন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য), ইমাম খোমেনীর কবিতা, কালিলা ও দিম্না কিশোর (ক্লাসিক), হাজার মাযারের জনপদ (ভ্রমণ কাহিনী)

আলে এছহাক প্রকাশনী থেকে : ছোট বেলায় প্রিয় নবী (সঃ)।

রায়মন প্রকাশনী থেকে : রাসুলুল্লাহর সাথে সংলাপ।

ইরান থেকে প্রকাশিত : ইমাম খোমেনীর নিজস্ব ও তাঁর উপর রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ (অনুবাদ)। বাংলাদেশ ও ইরানের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বেতারে বাংলা, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও সাক্ষাতকার প্রকাশ ও প্রচার।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত (কিশোর ক্লাসিক ও শিশুতোষ) : শিয়াল ও কাক (রঙিন), ইদুর ছানাডের স্কুল যাত্রা (রঙিন), পশু-পাখীর গল্প-১ এবং ২, আজব শিশু (হাই ইবনে ইয়াক্বান), সাধু-শয়তান (কিশোর উপন্যাস)।

ঢাকার অন্যান্য প্রকাশনা : রুবাইয়াত-ই-হাফেজী হুজুর, শাহাদতের আরজু, প্রেম ও প্রতিরোধের বাণী।

মুদ্রণের অপেক্ষায় : শিশু-কিশোরদের জন্য অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, জ্ঞানতত্ত্ব (ইসলামী প্রজ্ঞা দর্শনের আলোকে), ইসলামী দর্শনে কার্যকারণ বিধি, হজ্জ সফরের অভিজ্ঞতা (দৈনিক আল-মোজাহ্দের প্রকাশিত), ইরানী আরেফ ওলীদের কথা, ইমাম খোমেনীর জীবনী (বিপ্লব পূর্ব), সাদী-হাফেজ-রুমী-ফেরদৌসীর কবিতা, মসনবীর কাহিনী, শামসে তাব্রিজীর প্রেমে (পীরের প্রেমে), গুলিস্তান ও বুস্তানের কাহিনী, রাসুলুল্লাহর সমকালীন মুর্তাদ বুদ্ধিজীবীগণ (দৈনিক আল মুজাহ্দের প্রকাশিত), ইহুদীদের ইতিহাস ও ফিলিস্তিন সংগ্রাম, মোল্লা ছাদরা ও তাঁর উচ্চতম ঐশী দর্শন, পশ্চিমা খাদ্যভ্যাস আধুনিক রোগ-শোকের কারণ (স্বাস্থ্য বিষয়ক), ইবনে সিনার গল্প কাহিনী, মাওলানা রুমীর মসনবীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইত্যাদি।

আমাদের প্রকাশিত একগুচ্ছ শিশুতোষ গ্রন্থ

১. ইংলিশ হরফ- এ, জেড, এম, শামসুল আলম	৫.০০
২. ঘুম ঘুম দুপুরে- লুবনা জাহান	২০.০০
৩. গল্পে হযরত আবু বকর (রাঃ)- মসউদ-উশ-শহীদ	৩০.০০
৪. আবাবিলের কবলে আবরাহা- মুহাম্মদ লুৎফুল হক	৩০.০০
৫. আরবী শেখো- ইসহাক ওবায়দী	৯.৫০
৬. স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ- হেলেনা খান	৪৫.০০
৭. পড়া আর ছড়া- সাইয়েদ আতেক	৩৫.০০
৮. জ্ঞান পাগলা এক বুড়ো- শাহ মুহাম্মদ খুরশীদ আলম	৪০.০০
৯. হরফের ছড়া- ফররুখ আহমদ	৪৮.০০
১০. মহানবী ও শিশু- এ, জেড, এম, শামসুল আলম	৪০.০০
১১. হাঁদুর ছানাদের স্কুল যাত্রা- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	৪৫.০০
১২. শিয়াল ও কাক- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	১৫.০০

১৩. পশু-পাখীর গল্প-১- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	৪০.০০
১৪. পশু-পাখীর গল্প-২- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	৪০.০০
১৫. ছোটদের মহানবী (সাঃ)- এ, জেড, এম, শামসুল আলম	৪০.০০
১৬. আজব শিশু- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	৬০.০০
১৭. সাধু শয়তান- মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান	৪০.০০
১৮. ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ) -হেলাল খান	৪০.০০
১৯. কাছিম উড়ে আকাশে- এ, এফ, শামসুজ্জামান	১৫.০০
২০. গল্পের বুলি- হালিমা খাতুন	৫০.০০
২১. ছোটদের আব্বাস উদ্দিন- জহুরুল আলম সিদ্দিকী	৮০.০০
২২. দেওয়ানা মদিনা- আশকার ইবনে শাইখ	৬০.০০
২৩. রুহীর প্রথম পাঠ- অধ্যাপক শাহেদ আলী (যন্ত্রস্থ)	---

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

প্রাঙ্গণস্থান

চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা